শুক্রবার ৫ মার্চ ১৯৯৯ প্রথম আলো

বাংলাদেশের পুরানিদর্শন

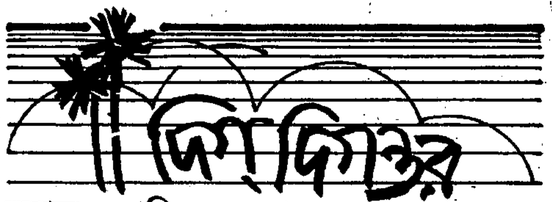

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

বঙ্গীয় চারুকলার তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর চারেক শিক্ষকতা করি। আজ তার চত্বরে আবার ফিরে আসতে পেরে আমি খুশি। এই সম্মাননার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গীয় চারুকলার ওপর গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য যেসব শিল্পকর্ম ঐতিহাসিক সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গলাভের একটা বড় আনন্দদায়ক সুযোগ আমার জন্য করে দিয়েছে অদ্যকার অনুষ্ঠান। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সংবর্ধনা জানাই।

সাধারণভাবে কথায়-কথায় আমরা আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের কথা বলি। আমাদের স্মরণে থাকে না আমাদের লিখিত ইতিহাস দু'হাজার বছরেরও বেশি, ন্যূনপক্ষে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭-৩২৬ পর্যন্ত। যখন সেকেন্দার শাহ সিন্ধু উপত্যকায় তাঁর অভিযান চালান। তাঁর সঙ্গীসাথীদের মধ্যে যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছিলেন তাঁদের পুরাকাহিনীতে গঙ্গাঋদ্ধির উল্লেখ রয়েছে।

ইতিহাস আমার প্রথম প্রেম। বায়ান্নর মে-দিবসে আমার অ্যালমা মেইট্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে আমি যোগদান করি। ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র থাকার কারণে চারদিন পর আমাকে পদত্যাগ করতে হয়। তারপর কিছুকাল হারিয়ে যাওয়ার পর আমি অক্সফোর্ডে যাই। সেখান থেকে দেশে ফিরে ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে এবং পরে ইতিহাস বিভাগেও শিক্ষকতা করি। বছর চারেক পর আমি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে আইন পেশায় জড়িয়ে পড়ি। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নেয়া পর্যন্ত আমি ঈর্ষাকাতর সেই আইনের দেবীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। প্রথম প্রেমের প্রতি আমার যে টান তার প্রতি কৌতূহলভরে নজর রেখে তেমন-মারাত্মক-নয় আমার এমন আসক্তিকে আইনের দেবী ক্ষমা করে দেন।

ক্লিওর প্রতি বাঁহাতি শ্রদ্ধাপ্রকাশে বাংলাদেশের ইতিহাসের ওপর আমি একটি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি। তেমন গুণের জন্য নয়, তবে সাধারণ পাঠকের জন্য একটা ছোট্ট ইতিহাস না থাকায় বইটির তিনটি মুদ্রণ হয়েছে।

ক্লিও কেবল ইতিহাসের দেবী নন, তিনি সরস্বতীর মতন এক ধরনের বাগ্দেবী এবং তিনি একটু বাকপটুত্ব পছন্দ করেন। বঙ্গীয় চারুকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ড. এনামুল হকের টিভি অনুষ্ঠান 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া' এক সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই জনসংযোগের যুগে মর্টিমার হুইলারের মতো আমাদের কিছু দক্ষ টিভি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

যখন ড. এনামুল হক আমাকে এই কংগ্রেসে আমন্ত্রণ জানাতে আসেন তখন তিনি হাওয়ার্ড কার্টারের সেই গল্প করেন যা আমি মনে করি আপনারা সবাই জানেন।

২৬ নভেম্বর ১৯২২ সালে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার মিসরের রাজাদের উপত্যকায় বহুদিন হলো হারিয়ে যাওয়া টুটানখামেনের কবরের মোহরকরা দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা ছোট্ট ছিদ্র করে তিনি ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিনা তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বিস্ময়কর সব জিনিস।' তিনি অবাক বিস্ময়ে হতবাক।

তিনি বলেছিলেন, 'যখন আমার চোখ ভেতরের আলোয় অভ্যস্ত হলো তখন ঘরের খুঁটিনাটি জিনিসগুলো কুয়াশামুক্ত হয়ে দেখা দিলো; অদ্ভুত সব জীবজন্তু, মূর্তি, সর্বত্র স্বর্গের ঔজ্জ্বল্য।' হাওয়ার্ড কার্টারের এই সার্থক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা উপভোগ ও পাঠের জন্য উত্তরকালের কাছে তিনি যা হস্তান্তর করেছেন তা এক অনুকরণীয় নিষ্ঠা এবং অতুলনীয় দুঃসাহসিকতার জন্য সম্ভব হয়েছিল। আমি ড. এনামুল হকের সঙ্গে একমত যে, বাংলাদেশে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের কোপে টুটানখামেনের মতো হয়তো কিছু বেরিয়ে আসবে না। তবে বিক্রমপুরে একটা অর্ধ-নারীশ্বর বা বরেন্দ্রে একটা গঙ্গামূর্তি আবিষ্কার করতে পারলে পালযুগের ধীমান ও বিটপালের শিল্পকর্ম আমরা আরো উপভোগ করতে পারবো।

অতি ক্ষুদ্র একটি প্রত্নসামগ্রী থেকে আমরা অতীত সম্পর্কে মহামূল্যবান উপাত্ত পেতে পারি। পিরামিডের চেয়েও বিস্ময়কর এবং রোডসের ক্যালাসাসের চেয়েও সম্ভ্রম উদ্রেককর ছিল আর্টেমিস দেবীর মন্দির। সেই মন্দির খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা ভেঙে দিয়েছিল। অ-খ্রিষ্টান পৌত্তলিকদের দেব-দেবীর প্রতি তাদের তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। ব্লুমা ট্রেল—যিনি গত বছর মারা গেছেন—একটা মুদ্রায় সেই মন্দিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করে তার একটি মডেল নির্মাণ করেন। সেই মডেলে অনুপ্রাণিত হয়ে সালভাদর দালি পরে একটি কালজয়ী চিত্র অঙ্কন করেন। আমার কেবলই মনে হয়, আমাদের দেশে কেউ যদি পাহাড়পুর বিহারের একটা মডেল তৈরি করতেন বা কেউ চিত্রকরের দৃষ্টিতে এই পুরাকীর্তির একটা চিত্রকর্ম আমাদের উপহার দিতেন! এই পুরাকীর্তির আদলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নাকি একাধিক বিহার-মন্দির তৈরি হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের ইতিহাসের একটা পুরো কঙ্কালও ছিল না। ঐতিহাসিক গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়ার ফলে গত দুশ' বছরে আমাদের ইতিহাসের শরীরে রক্তমাংস লেগেছে। ১৮০৮ খিষ্টাব্দে রচিত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্মার *রাজতরঙ্গ* বা *রাজাবলীর* সঙ্গে তার প্রায় একশ' বছর পরের লেখা রমাপ্রসাদ চন্দের *গৌররাজ-মালা* বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালার ইতিহাস* তুলনা করলেই তা সহজে বোঝা যাবে।

বাংলাদেশ বহিঃশত্রু দ্বারা একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে। কোনো শক্তিধরই এদেশকে সম্পূর্ণ দখল করতে পারেনি এবং এদেশের অপাচ্য অধিবাসীদেরও হজম করতে পারেনি। কিন্তু এক অন্তহীন আগ্রাসনের শিকার হওয়ায় এদেশের শিল্পকলাদির ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো হামলাকারীরা স্থানীয় দোসরদের সাহায্যে এদেশ থেকে পাচার করে নিয়ে গেছে। এবং সেইসব শিল্পকর্ম পৃথিবীর নানা সংগ্রহশালায় এখন শোভা পাচ্ছে।

শিল্পকলার যাঁরা বেসাতি করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা চৌর্যবৃত্তিতে ওস্তাদ বা চোরাই মাল কিনে নিতে যাঁদের বড় আগ্রহ তাঁদের প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই। আর যাঁরা স্বভাবচোর যারা চুরি না করে থাকতে পারেন না সেইসব শিল্পতস্করদের শুধু অনুকম্পা করা যেতে পারে! এলগিন মার্বল্স্ হয়তো পার্থেননে আর ফিরে যাবে না। তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য একটা স্বাস্থ্যকর জনমত প্রকাশ পাচ্ছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য সকল দোষী ব্যক্তির হয়তো বিচার করা সম্ভব নয়, কিন্তু এমন অপরাধীদের যে বিচার হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সারা বিশ্বে একটা ঐকমত্যের সূচনা দেখা যাচ্ছে। এটা হিতাহিত-নিরপেক্ষ রাজনীতিকদের জগতে একটা সুবাতাস সৃষ্টি করেছে। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়ামস সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, কেউ যেন কোনো চোরাই পুরাশিল্পকর্মের নিদর্শন না কেনেন।

বর্বররা সারা পৃথিবীতে পুরানিদর্শনের বড় ক্ষতি করেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই রাজশাহী শহরে একটা উগ্র পৌত্তলিকতাবিরোধী মতের প্রকাশ ঘটে। বরেন্দ্র মিউজিয়ামের সব প্রস্তরমূর্তি ভেঙে ফেলে দিয়ে দালানটি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠে একটা বক্তব্য পেশ করা হয়। একটি ঘর ডাক্তারি ছাত্রদেরকে অ্যানাটমি থিয়েটারের জন্য ছেড়ে দিতে হয়। যেখানে ১৮৫৬-৫৭ সালে ঢাকার সিভিল সার্জন ডব্লিউ এ গ্রিন শহরে একটা জাদুঘর কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তার চিন্তা করছেন, সেখানে প্রায় একশ বছর পরে জাদুঘর ভেঙে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের কথা উঠছে। কপালগুণে কী পরিবর্তন! তবু ভাগ্য ভালো বলতে হবে, আপনারা শুনে খুশি হবেন, হুকুমদখল করা ঘরটি জাদুঘরের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারটার কথা আমি অন্যত্র বলেছি, তার পুনরুক্তি করলাম।

আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বর্ণিত রয়েছে। সেখানে ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ২৪ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, বিশেষ শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহের বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হতে রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমাদের দেশ সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ। জমির ওপর চাপ-প্রচাপ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাহিদা এবং অর্থানুকূল্যের অভাবে বিকার রোধ করে পুরাকীর্তি অক্ষুণ্ন রাখা বেশ ক্লান্তিদায়ক ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। প্রেজ্যারভেইশন ও ক্যানজারভেইশন এই দুটো ইংরেজি শব্দের বাংলা করতে আমরা সাধারণত 'সংরক্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করি, যদিও একটা পার্থক্য রয়েছে দুটো ইংরেজি শব্দের মধ্যে। ক্যানজারভেইশন ঠিক সংরক্ষণ নয়, বিনাশ বা বিকাররোধ করে অক্ষুণ্ন রাখাই হচ্ছে ক্যানজারভেইশন। পুরাকীর্তির বিকার রোধ করে তা অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে এ কথা না মনে রাখলে সংরক্ষণ বা মেরামতের জন্য যে নির্মাণকর্ম করা হবে তাতে পুরাকীর্তির পুরামূল্য বিনষ্ট হতে পারে; যেমন হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন পুরাস্থানে।

আমি আশা করি সম্মানিত প্রতিনিধিবর্গ বঙ্গীয় চারুকলার গবেষণার বর্তমান অবস্থা বিচার করে কোথায় তার শক্তি এবং কোথায় তার দুর্বলতা তা নিরূপণ করবেন। মতবিনিময়ের জন্য এ ধরনের আন্তর্জাতিক সমাবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে বঙ্গীয় চারুকলার ক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চলছে তা সংহত করতে এটি আমাদের সাহায্য করতে পারে।

আমি এক চকিত জরিপে লক্ষ্য করলাম আমাদের ছেলেমেয়েরা ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব তেমন পড়ছে না। এক সময় ভদ্রলোক হওয়ার জন্য শিক্ষাগত বিদ্যাচর্চায় ইতিহাসের একটা স্থান ছিল। এখন তার অবস্থা উপেক্ষিতা সিনড্যারেল্লার মতো। বাজারপ্রভাবে বিদ্যাচর্চায় মেধাবী ছেলেমেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

আমাদের এখন যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও চারুকলার গবেষক প্রয়োজন। বাংলাদেশের এবং বিশেষ করে ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও চারুকলার ঐতিহাসিকদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন অতীতের পুরাবস্তুর ওপর একটু বেশি করে নজর দেন। বঙ্গীয় চারুকলার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে কনফারেন্স-সেমিনার করে একটা গঠনমূলক কাজ করতে পারেন। আমি আশা করি প্রতিনিধিদের আলোচনা-পর্যালোচনা বেশ ভালো হবে। আমি নাম না পড়ি, বিদেশী প্রতিনিধিরা যেন স্বস্তি বোধ করেন। তাঁরা উন্নতহৃদয় ভিক্ষু ও শ্রমণদের মতো সদাশয় ব্যক্তি এবং তাঁরা আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিতে অপরাধ নেবেন না। এ অঞ্চলের চারুকলার নিদর্শনের প্রতিলিপি ফা হিয়েনকে অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। অনুরূপ কষ্ট সহ্য করে থাকবেন ইউয়ান চোয়াং যখন তিনি জগদ্দল ও অন্যান্য বিহার দেখতে আসেন এদেশে।

যেখানে ১৮৫৬-৫৭ সালে ঢাকার সিভিল সার্জন ডব্লিউ এ গ্রিন শহরে একটা জাদুঘর কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায় তার চিন্তা করছেন, সেখানে প্রায় একশ বছর পরে জাদুঘর ভেঙে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের কথা উঠছে। কপালগুণে কী পরিবর্তন!

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

বঙ্গীয় চারুকলার তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ইংরেজি বক্তব্যের বাংলা ভাষ্য